ত্রৈমাসিক
তথ্য সাময়িকী
২০২১ জানুয়ারি-মার্চ • মাঘ-চৈত্র ১৪২৭

ভেতরের পাতায়

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট	২
অন্তর্ভুক্তিমূলক ঝুঁকি প্রশমন কার্যক্রম	২
পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (পিপিইপিপি)	৩
PACE প্রকল্পের অগ্রগতি	৪
সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি	৫
সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)	৬
আবাসন কর্মসূচি	৬
নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন	৬
প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	৭
লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্ট	৭
সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন	৮
গবেষণা	৯
পিকেএসএফ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন জনাব মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ	৯
কৈশোর কর্মসূচি	১০
SEIP প্রকল্পের কার্যক্রম	১১
RAISE প্রকল্প	১১
মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প	১১
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট	১২
কৃষি ইউনিট	১২
প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১৩
মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	১৪
গবাদিপশু সুরক্ষা সেবা কার্যক্রম	১৪
পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র	১৫
স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন	১৬

PKSF Bhaban
E-4/B, Agargaon, Dhaka-1207
Phone: 880-2-8181169, 8181664-69
Fax : 880-2-8181678
E-mail: pksf@pksf-bd.org
Web: www.pksf-bd.org
facebook: com/pksf.org

জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

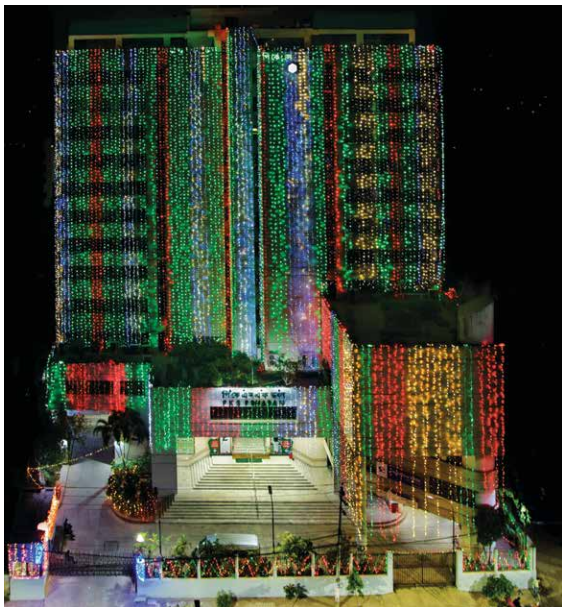

২০২০ সালের ১৭ মার্চ ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বর্ষের গৌরবময় তিথি। জাঁকজমক আয়োজনের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের বাঙালিরা এই মহানায়কের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের নানান পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও করোনার আগ্রাসনে সকল প্রস্তুতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। জাতীয়ভাবে মুজিব শতবর্ষকে ২০২১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৭-২৬ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত দেশব্যাপী বিভিন্ন বিশেষ কর্মসূচি ঘোষণা করে। ১৭ মার্চ ২০২১ সন্ধ্যার প্রাক-মুহূর্ত থেকে পিকেএসএফ ভবনকে বর্ণিল ও উজ্জ্বল আলোকমালায় শোভিত করা হয়। এছাড়া জাতির পিতার বাণী সম্বলিত বিশাল ব্যানার দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সাজসজ্জার মাধ্যমে করোনাকালেও পিকেএসএফ-এ কর্মরত সবাই এবং দর্শনার্থীরা বিশেষভাবে জাতির পিতা ও স্বাধীনতার গৌরবকে স্মরণ করেছে।

পিকেএসএফ এবং এর বিভিন্ন সহযোগী সংস্থা এই উপলক্ষে নানা কর্মসূচির আয়োজন করে। পিকেএসএফ কার্যালয়ে কর্মরত ব্যক্তিদের সন্তানদের জন্য **বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে আমি যা জানি** শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ২৫ মার্চ ২০২১ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদ। পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সদস্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ, জনাব অরিজিৎ চৌধুরী, জনাব পারভীন মাহমুদ, এফসিএ, এবং জনাব নাজনীন সুলতানা। পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে তাদের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। সভা সঞ্চালনা এবং অনুষ্ঠান শেষে বিজয়ীদের অভিভাবকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ উদযাপনে পিকেএসএফ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির আওতায় দেশের চার জেলায় চারটি বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। ২০ মার্চ ২০২১ ঠাকুরগাঁও জেলায় ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) 'বঙ্গবন্ধুর কিছু কথা, প্রিয় কবিতা ও গান' শীর্ষক এক অনুষ্ঠান আয়োজন করে। ২১ মার্চ ২০২১ চট্টগ্রামে মমতা-র আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, নবলোক পরিষদের আয়োজনে ২২ মার্চ ২০২১ তারিখে খুলনায় এবং এসকেএস ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ২৩ মার্চ ২০২১ তারিখে গাইবান্ধা শহরে আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

২০ মার্চ ২০২১ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব মৃত্যুঞ্জয় সাহার নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল পিকেএসএফ পরিদর্শনে আসেন। তারা পিকেএসএফ ভবনে অবস্থিত 'বঙ্গবন্ধু কর্ণার' এবং বঙ্গবন্ধুর ওপর নির্মিত বিভিন্ন প্রামাণ্য ও তথ্যচিত্রের প্রদর্শনী দেখেন। প্রতিনিধি দলে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপসচিব জনাব কামরুল হক মারুফ, জনাব মোহাম্মদ সফিউল আলম ও সহকারী সচিব জনাব আবদুল মান্নান।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট

ECCCP-Flood প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি

গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)-এর আর্থিক সহায়তায় পিকেএসএফ ECCCP-Flood প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। চার বছর মেয়াদি এই প্রকল্প বন্যাপ্রবণ ৫টি জেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ৯০,০০০ লোক সরাসরি এবং ১,০০,০০০ লোক পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে- বসতবাড়ির ভিটা উঁচুকরণ, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন, খাবার পানির জন্য অগভীর নলকূপ স্থাপন, মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন এবং বন্যা সহনশীল জাতের ফসল চাষ ইত্যাদি। ECCCP- Flood প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে Inception workshop সম্পন্ন করেছে। ০৯টি সংস্থা প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত সদস্য নির্বাচন করে ইতোমধ্যে ৯০০টি বসতভিটা উঁচুকরণের কাজ সম্পন্ন করেছে।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ ০৬-০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে ৪টি সহযোগী সংস্থার চলমান কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি বিগত ২৭-৩০ মার্চ ২০২১ গাইবান্ধা জেলার ইএসডিও সংস্থার কর্মএলাকা ফুলছড়ি উপজেলা ও টিএমএসএস সংস্থার কর্মএলাকা সাঘাটা উপজেলা এবং SEP প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

প্রশিক্ষণ

জিসিএফ-এর Readiness Support-এর আওতায় একটি প্রকল্প পিকেএসএফ বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় চলতি বছরের ১৯ জানুয়ারি শিল্প মন্ত্রণালয়, ২০ জানুয়ারি কৃষি মন্ত্রণালয়, ১৭ ফেব্রুয়ারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, ২৪ ফেব্রুয়ারি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং ০৩ এপ্রিল রাজশাহীতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান ও খরাপ্রবণ এলাকার অভিযোজন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কর্মশালাসমূহে

মন্ত্রণালয়ের সচিব, অতিরিক্ত সচিবসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় দুই শতাধিক কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

পরামর্শ সভা

পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে পরিচালিত বিভিন্ন ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ১৬ মার্চ ২০২১ লবণ উৎপাদনের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা বিষয়ক একটি ভার্চুয়াল পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সরকারি প্রতিষ্ঠান, গবেষণা সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, উন্নয়ন সহযোগী, পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা এবং ব্যবসায়ী প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও বিষয়ভিত্তিক ৪টি নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক ঝুঁকি প্রশমন কার্যক্রম

Japan International Cooperation Agency (JICA)-এর অর্থায়নে "The Project for Developing Inclusive Risk Mitigation Program for Sustainable Poverty Reduction" প্রকল্প পিকেএসএফ-এর ঝুঁকি প্রশমন ইউনিট বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ (ঘূর্ণিঝড়, খরা, বন্যা ইত্যাদি) অঞ্চলে নির্বাচিত সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি লাঘবে বিভিন্ন আর্থিক ও অ-আর্থিক সেবা প্রদান করা হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত ১৫টি সহযোগী সংস্থার ৩০ জন প্রতিনিধির অংশগ্রহণে বগুড়াস্থ হোটেল নাজ গার্ডেনে ২২ মার্চ ২০২১ তারিখে Learning and Dialogue শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল ও সম্ভাব্য সেবা নির্ধারণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। কর্মশালায় JICA Expert Team-এর সদস্যবৃন্দ এবং পিকেএসএফ-এর ঝুঁকি প্রশমন ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (পিপিইপিপি)

যুক্তরাজ্য সরকারের ফরেন, কমনওয়েলথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও: ভূতপূর্ব ডিএফআইডি) এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)-এর যৌথ অর্থায়নে বাংলাদেশের দারিদ্র্য কবলিত জেলাসমূহের নির্বাচিত এলাকায় লক্ষিত অতিদরিদ্র খানাসমূহের টেকসই উন্নয়নে 'পাথওয়েজ টু প্রসপারিটি ফর এক্সট্রিমলি পুওর পিপল (প্রসপারিটি)' কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিতে থাকা দেশের তিনটি অঞ্চল -- উত্তর-পূর্বের তিস্তা নদী ও ব্রহ্মপুত্র নদ সংলগ্ন উপজেলাসমূহ; সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, লবণাক্ততা ও দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতাপ্রবণ দক্ষিণ-পশ্চিমের উপকূলীয় অঞ্চল এবং উত্তর-পূর্বের হাওর অঞ্চলে এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৯ সালে সূচিত প্রসপারিটি কর্মসূচির আওতায় অতিদারিদ্র্য বিমোচনে বিস্তৃত পরিসরে জীবিকায়ন, পুষ্টি ও কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

জরুরি অর্থ সহায়তা

কোভিড-১৯ মহামারির প্রেক্ষাপটে কর্মএলাকার অতিদরিদ্র মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে জরুরি নগদ অর্থ সহায়তা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ইতঃপূর্বে সদস্য হিসেবে নির্বাচিত ৩০ হাজারেরও বেশি অতিদরিদ্র খানা কর্মসূচির এ উদ্যোগের মাধ্যমে প্রায় ২৮ কোটি টাকা অর্থ সহায়তা পেয়েছেন।

জরুরি অর্থ সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় দেশের ১০ জেলাভুক্ত ১৭টি ইউনিয়নে বসবাসকারী নির্বাচিত অতিদরিদ্র খানায় মাসিক ৩,০০০ টাকা হারে তিন মাস অর্থ প্রদান করা হয়। খাদ্য, ওষুধসহ জীবন রক্ষাকারী উপকরণ ক্রয় বাবদ প্রতিটি খানা সর্বমোট ৯,০০০ টাকা গ্রহণ করেছে। অর্থ প্রদান প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে এই অর্থ সরাসরি প্রসপারিটি সদস্য বা তাদের নিকট আত্মীয়ের ব্যক্তিগত মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) অর্থাৎ বিকাশ, রকেট, নগদ বা এজেন্ট ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়।

প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত মাঠ প্রতিবেদন অনুযায়ী, জরুরি অর্থ সহায়তা কার্যক্রম করোনা সংক্রমণের ফলে নির্বাচিত খানাসমূহের আর্থিক সঙ্কটকালে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা লাঘবে সহায়তা করেছে।

পুষ্টি বাগান

কর্মএলাকায় অতিদরিদ্র সদস্যদের স্বাস্থ্যগত অভ্যাস পরিবর্তনে প্রসপারিটি কর্মসূচি বেশ কিছু উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি উদ্যোগ হচ্ছে ইউনিয়নসমূহের কমিউনিটি ক্লিনিকে 'পুষ্টি বাগান' স্থাপন। পরীক্ষামূলকভাবে এ পর্যন্ত নির্বাচিত বেশ কিছু ইউনিয়নের কমিউনিটি ক্লিনিক প্রাঙ্গণে সহযোগী সংস্থাসমূহ শাকসবজির বাগান তৈরি করেছে।

এই উদ্যোগের ফলে অতিদরিদ্র মানুষদের গৃহস্থালী বা পরিত্যক্ত জমিতে সবজি বাগান তৈরিতে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। এছাড়াও, তাদের পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি এসব শাকসবজি বিক্রি করে বাড়তি আয়ের সংস্থান হচ্ছে। এসব শাকসবজি স্থানীয়দের কাছে সরাসরি বা স্থানীয় বাজার কিংবা কমিউনিটি ক্লিনিকের সদস্যদের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থের তিন ভাগের একভাগ বাগানের তদারকিতে নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবী এবং বাকি অর্থ সংশ্লিষ্ট গ্রাম কমিটির তহবিলে প্রদান করা হয়।

প্রসপারিটি বাড়ি

প্রসপারিটি কর্মসূচির অন্যতম আকর্ষণীয় উদ্যোগ হচ্ছে 'প্রসপারিটি বাড়ি'। প্রতিটি প্রসপারিটি বাড়িতে টেকসই উপার্জন নিশ্চিত করতে বহুবিধ আয়ের সুযোগ থাকবে (কৃষি, অকৃষি, প্রাণিসম্পদ, মৎস্য চাষ প্রভৃতি)। প্রাথমিকভাবে সহযোগী সংস্থাসমূহ নির্বাচিত কিছু ইউনিয়নে অন্তত একটি করে 'প্রসপারিটি বাড়ি' গড়ে তোলার জন্য কাজ করছেন। সফল হলে সহযোগী সংস্থাসমূহ সমগ্র কর্মএলাকায় এই উদ্যোগের প্রতিরূপায়ণ শুরু করবে।

প্রসপারিটি ইভেন্টস

অতিদরিদ্র খানায় প্রয়োজনীয় সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে প্রসপারিটি কর্মসূচি সরকারি ও বেসরকারি সেবাপ্রদানকারী সংস্থার সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য কাজ করছে। এ লক্ষ্যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), স্থানীয়

প্রাণিসম্পদ, মৎস্য, কৃষি, যুব, নারী ও শিশু, সমাজকল্যাণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সাথে ইতোমধ্যে ধারাবাহিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। এসব বৈঠকে সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে প্রসপারিটির বহুমাত্রিক সেবা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। আশা করা হচ্ছে, সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে অতিদরিদ্র সদস্য ও সহযোগী সংস্থাসমূহের অভিগম্যতা বৃদ্ধি পাবে।

কারিগরি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ

জীবিকায়ন, পুষ্টি ও কমিউনিটি মোবিলাইজেশন কম্পোনেন্টভুক্ত কারিগরি কর্মকর্তাবৃন্দের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকায় পৃথকভাবে আবাসিক প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। মোট ১৯টি সহযোগী সংস্থার সকল কারিগরি কর্মকর্তা পাঁচ দিনের এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রসপারিটি কর্মসূচির বহুমুখী সেবা বিষয়ে কারিগরি কর্মকর্তাবৃন্দের জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ নিজেদের দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মসূচি বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ে নিয়োজিত সহযোগী কারিগরি কর্মকর্তা এবং কমিউনিটি নিউট্রিশন হেলথ প্রোমোটার (সিএনএইচপি) কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও দিকনির্দেশনা প্রদানে সক্ষম হবেন।

এছাড়া, সাতটি সহযোগী সংস্থাভুক্ত ৩১২ জন সিএনএইচপি কর্মী ১২টি পৃথক ব্যাচে তিন দিনের আবাসিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন

নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা প্রসপারিটি কর্মসূচির অন্যতম বিবেচ্য বিষয়। নারীর ক্ষমতায়ন অর্জনে প্রসপারিটি কর্মসূচির নির্দেশনায় ২০২১ সালের ৮ মার্চ সহযোগী সংস্থাসমূহ জেন্ডার সমতা বিষয়ে স্থানীয় কমিউনিটি পর্যায়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মএলাকায় র‍্যালি ও আলোচনা সভার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে।

PACE প্রকল্পের অগ্রগতি

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ) এবং পিকেএসএফ-এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন Promoting Agricultural Commercialization and Enterprises (PACE) প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ ক্ষুদ্র উদ্যোগে অর্থায়নের পাশাপাশি বিভিন্ন সম্ভাবনাময় অর্থনৈতিক উপ-খাতের উন্নয়নে ভ্যালু চেইন উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি স্থানান্তর কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে। এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সম্ভাবনাময় ১৫টি কৃষি ও ১৫টি অকৃষি উপ-খাতের উন্নয়নে ৭৪টি ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ৩,১১,৬১৯ জন উদ্যোক্তা ও উদ্যোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নানাবিধ কারিগরি, প্রযুক্তি ও বিপণন সহায়তা পাচ্ছেন। এছাড়া প্রকল্পের আওতায় গৃহীত ২৫টি প্রযুক্তি স্থানান্তর উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ২০৩১৩ জন উদ্যোক্তাকে লাগসই প্রযুক্তি গ্রহণে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

অতিরিক্ত অর্থায়নের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত কর্মকাণ্ড

জানুয়ারি ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ছয় বছর মেয়াদে PACE প্রকল্প বাস্তবায়ন করার কথা ছিল। বৈশ্বিক মহামারি কোভিড-১৯-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের সমাপনী বর্ষের বাস্তবায়ন কাজ ব্যাহত হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধি করে এবং অতিরিক্ত ১৮.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়নে ইফাদ সম্মত হয়। এই অর্থায়ন হতে ক্ষুদ্র-উদ্যোগ কর্মকাণ্ডে আর্থিক পরিষেবা প্রদানের জন্য ১২.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং অবশিষ্ট ৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ, ক্ষুদ্র উদ্যোগ পণ্য বিপণনে ই-কমার্স সেবা সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্যসম্মতভাবে স্থানীয় বাজার উন্নয়ন, ক্ষুদ্র উদ্যোগে শোভন কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্য অনুদান হিসেবে পিকেএসএফ ব্যবহার করবে।

প্রশিক্ষণ

বিগত ২৪-৩১ মার্চ ২০২১ VCB-N-এর সদস্য Institute of Livelihood Research Training নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক "International Training Program on Agri-produce Marketing Models and Plans for Farmer Producer Organization in Post-Covid Context" শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কোর্স অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছয় দিনের এই প্রশিক্ষণ কোর্সে PACE ও RMTP প্রকল্প হতে ৯ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

ইফাদ সহায়তা মিশন

ইফাদ-এর সুপারভিশন মিশন নিয়মিতভাবে তাদের অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে কারিগরি ও পরামর্শমূলক সহায়তা প্রদান করে থাকে। PACE ও RMTP-প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে বিগত ২১ মার্চ ২০২১ তারিখে এই মিশন কাজ শুরু করেছে, যা ২১ এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত চলবে। কোভিড-১৯ সংক্রমণ বাস্তবতায় মিশন স্বাস্থ্যবিধি মেনে অনলাইন প্লাটফরমের মাধ্যমে বিভিন্ন সভা পরিচালিত হয়।

আলোচনা সভা

বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ফুলের টিস্যুকালচার ল্যাব পরিচালনা ও টিউলিপ ফুল চাষ সম্প্রসারণ বিষয়ে বিগত ২২ মার্চ ২০২১ একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দেশে প্রথম বারের মত সাফল্যের সাথে টিউলিপ ফুল চাষে কৃষি উদ্যোক্তা জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন, ফ্লাওয়ার গ্রোয়ার সোসাইটি অব বাংলাদেশের সেক্রেটারি জনাব মোঃ আওলাদ হোসেন, ফার্মস্টক ইনভেস্টমেন্টস-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা জনাব সাবাব সালেহিন, টিস্যুকালচার বিষয়ক কনসালট্যান্ট ড. আতাহার-উজ-জামানসহ কয়েকজন কৃষি উদ্যোক্তা এ সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় মূল উপস্থাপনা প্রদান করেন টিস্যুকালচার বিষয়ক কনসালট্যান্ট ড. আতাহার-উজ-জামান। পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক-১ মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম, সিনিয়র মহাব্যবস্থাপকসহ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ

PACE কর্তৃক মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উদ্যোগসমূহ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট হতে নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরিস্থিতিতে ভার্চুয়াল পরিদর্শনের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদেরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট স্বাস্থ্যবিধি মেনে মাঠ পর্যায়ে জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ সময়ে বিভিন্ন ভ্যালু চেইন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করে। বিগত ০৫-০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম, সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক ও প্রকল্প সমন্বয়কারী RMTP এবং PACE প্রকল্প "গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা", "পরিবার উন্নয়ন সংস্থা" ও "বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি"-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন কর্মকাণ্ডসমূহ পরিদর্শন করেন। এ সময়ে বরিশাল ও ভোলা জেলায় Ecological Farming, ইকো-ট্যুরিজম, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য, মুগডাল ও সুগন্ধি ধান, সূর্যমুখী, কাঁকড়া এবং মহিষ পালন উপখাতের চলমান ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

বিগত ১৬-২০ মার্চ ২০২১ ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম সহযোগী সংস্থা "ফ্রেন্ডস ইন ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশ"-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন 'হাঁসের ডিম ও মাংস উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করেন।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির অগ্রগতি

নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত 'দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবারসমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি (সমৃদ্ধি)' কর্মসূচি এক দশকেরও অধিককাল ধরে পিকেএসএফ-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সর্বাধিক দরিদ্রবান্ধব সামগ্রিক উদ্যোগ হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। ২০১০ সালে সূচিত এই কর্মসূচি বর্তমানে ১১৪টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৮টি বিভাগের ৬৪টি জেলার ২০১টি ইউনিয়নে পরিচালিত হচ্ছে। মানবকেন্দ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এই কর্মসূচির আওতায় দেশব্যাপী ১২.৮৬ লক্ষ খানায় ৫৬.৮২ লক্ষ মানুষকে বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। দরিদ্র মানুষকে শুধু আর্থিক সহায়তা প্রদান নয়, পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, স্যানিটেশন, যুব উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও আয়বৃদ্ধিমূলকখাতে অর্থ বিনিয়োগে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য এই কর্মসূচি দেশে এবং দেশের বাইরে বহুল প্রশংসিত হয়েছে।

মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সংগঠিত যুবদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় 'মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ'-এর ওপর 'সমৃদ্ধি' কর্মসূচিভুক্ত ২০১টি ইউনিয়নের প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। ছবিগুলো নিয়ে পিকেএসএফ ভবনে ১৭ জানুয়ারি ২০২১ থেকে ০৫ দিনব্যাপি একটি প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ এই প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন, জনাব গোলাম তৌহিদ ও জনাব এ.কিউ.এম গোলাম মাওলা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

মুজিব শতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একটি সৃজনশীল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ছিল কবিতা, প্রবন্ধ/গল্প রচনা, ছবি আঁকা এবং সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ কাজে যুবদের অবদান। বিজয়ীদের নাম ঘোষণা উপলক্ষে ১৬ মার্চ ২০২১ একটি ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়। পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ ওয়েবিনারে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সদস্য ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালকগণ এবং প্রতিযোগিতায় বিজয়ী যুব সদস্যগণসহ প্রায় ৩৫০ জন অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং প্রতিটি পর্যায়ের বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন।

স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও ওয়াশ

এই কার্যক্রমের মাধ্যমে জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ প্রান্তিকে স্ট্যাটিক ক্লিনিক, স্যাটেলাইট ক্লিনিক ও স্বাস্থ্য-ক্যাম্পের মাধ্যমে মোট ১,৩৬,৩৩৪ জন মানুষকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। চলমান স্বাস্থ্য কার্যক্রমের আওতায় নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবার অংশ হিসেবে পিকেএসএফ-এর ৫০টি সহযোগী সংস্থার ৯৩ জন স্বাস্থ্য

কর্মকর্তা এবং ৬২৫ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শকসহ মোট ৭১৮ জন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীসহ প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম

কোভিড-১৯ মহামারির কারণে সরকারি নির্দেশনা অনুসারে বহুসংখ্যক শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছে। তথাপি, স্থানীয় প্রশাসনের অনুমোদনক্রমে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ৩,৮০৬টি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিক্ষকবৃন্দের জন্য জানুয়ারি ২০২১-এ 'মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারে সমৃদ্ধি কর্মসূচি' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। ইতোমধ্যে পুস্তিকাটি সকল শিক্ষাকেন্দ্রে বিতরণ করা হয়েছে।

আর্থিক সহায়তা

বিশেষ সঞ্চয়: এই কার্যক্রমের আওতায় জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ সময়কালে ৮৮৮ জন সদস্য ১৩,১৯,৬৫৫ টাকা তাদের ব্যাংক হিসেবে জমা করেছেন। পিকেএসএফ থেকে এসময়ে ১২৪ জন বিশেষ সঞ্চয়ীকে সফলভাবে মেয়াদ পূর্ণ করায় অনুদান হিসেবে ১৯.২৪ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

উদ্যমী সদস্য পুনর্বাসন: এই কার্যক্রমের মাধ্যমে জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ প্রান্তিকে ১৮ জন ভিক্ষুককে উদ্যমী সদস্য হিসেবে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

উপযুক্ত ঋণ: কর্মসূচির আওতায় আয়বৃদ্ধিমূলক, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও সম্পদ সৃষ্টি ঋণসেবা দেয়া হয়। জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ প্রান্তিকে মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে ১৩৩.২৯ কোটি টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা

সমৃদ্ধ বাড়ি: জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ প্রান্তিকে সমৃদ্ধি ইউনিয়নগুলোতে মোট ১৩টি সমৃদ্ধ বাড়ি গড়ে তোলা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৮,৫৭৮ বাড়িকে সমৃদ্ধ বাড়িতে রূপান্তর করা হয়েছে।

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)

পরিবেশগত টেকসহিতা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির ওপর ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব দিয়ে পিকেএসএফ "সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ০৫ বছর (২০১৮-২০২৩) মেয়াদি প্রকল্পটির মোট বাজেট ১৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন করছে ১১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং পিকেএসএফ অর্থায়ন করছে ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের কৃষি ও উৎপাদন খাতের ৪০,০০০ ক্ষুদ্র উদ্যোগকে পরিবেশগতভাবে টেকসই এবং পণ্যের ব্র্যান্ডিং ও বিপণন সামর্থ্য বৃদ্ধি করা এসইপি প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

বিগত ১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ এবং ০১-০২ মার্চ ২০২১ সহযোগী সংস্থা কর্তৃক প্রদানকৃত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবনাসমূহের মূল্যায়নের লক্ষ্যে টেকনিক্যাল ইভ্যালুয়েশন কমিটির ১১, ১২, ১৩ এবং ১৪তম সভা আয়োজিত হয়। ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, পরিচালক, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। এতে বহিঃবিশেষজ্ঞ এবং পিকেএসএফ-এর বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রকল্পের আওতায় বিশ্বব্যাংক থেকে এ পর্যন্ত ০৫টি মিশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিগত ১৭-২৮ জানুয়ারি ২০২১ Pre Mid Term Review Mission অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের কাজের অগ্রগতিকে চলতি মিশনে "সন্তোষজনক" হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

এসইপি প্রকল্পের অভিজ্ঞতা বিনিময় করার জন্য বিগত ১৯ জানুয়ারি ২০২১ বিশ্বব্যাংক "Building Back a Better and Greener Bangladesh" শীর্ষক একটি ওয়েবিনার আয়োজন করে। ওয়েবিনারে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ফজলুল কাদের সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। জনাব জহির উদ্দিন আহম্মদ, প্রকল্প সমন্বয়কারী, এসইপি প্রকল্পের অগ্রগতি, অর্জন এবং ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন। ওয়েবিনারের সভাপতি Mr. Christophe Crepin বিশ্বব্যাংকের Practice Manager ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তাদের উন্নয়নের জন্য ঋণের সহজ অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে পিকেএসএফ-কে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে উল্লেখ করেন।

উপ-প্রকল্পের আওতায় কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে এসইপি-র পলিসি ও সেফগার্ড বিষয়ক নীতিমালার ওপর বিগত ০৭-০৯ এবং ১৪-১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে ২টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এসইপি-এর আওতায় আর্থিক পরিচালনা, প্রকিউরমেন্ট সেফগার্ড বিষয়ক নীতিমালা এবং পরিবেশগত বিষয়ে প্রশিক্ষণে বিশদ আলোচনা করা হয়। উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ২২টি সহযোগী সংস্থার মোট ১৫৪ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণে অংশ নেন।

বিগত ০৭-০৮ মার্চ ২০২১ অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রকল্পের আওতায় দুই দিনব্যাপী "Awareness Training on GGAP and GMP" শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের সকল কর্মকর্তা এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। বিগত ১১ মার্চ ২০২১ তারিখে এসইপি-র প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তাগণ যোগাযোগ কৌশল এবং সম্পর্কিত দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অধিবেশনে অংশ নেন। সৈয়দ মোঃ শেখ ইমতিয়াজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইম্যান এন্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রশিক্ষণ অধিবেশন পরিচালনা করেন।

মার্চ ২০২১ এসইপি-র বিভিন্ন উপ-প্রকল্পের আওতায় ৭০০০ এরও বেশি ক্ষুদ্র-উদ্যোক্তা দক্ষতা বিকাশ, প্রযুক্তি হস্তান্তর, পরিবেশবান্ধব অনুশীলন, কারখানা পরিচালনা ও পরিবেশগত অনুশীলনসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট থেকে মাঠ পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করেও উপ-প্রকল্পসমূহ পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে।

আবাসন কর্মসূচি

পিকেএসএফ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় নিজস্ব তহবিল হতে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর আবাসন অবস্থার উন্নয়নের জন্য "আবাসন ঋণ" কর্মসূচি ২০১৯ সাল হতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বর্তমানে এই কর্মসূচি ১৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ১৬টি জেলার ৩৩টি উপজেলায় ৬৭টি শাখার কর্মএলাকায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কর্মসূচির আওতায় নতুন গৃহ নির্মাণ, পুরাতন গৃহ সংস্কার ও সম্প্রসারণের জন্য পিকেএসএফ ১৬টি সংস্থার মাধ্যমে ৩১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ২১০৪ জন সদস্যকে সর্বমোট ৪৮৯.০৯ মিলিয়ন টাকা এবং জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ ত্রৈমাসিকে নতুন ৭২২ জন সদস্যের মাঝে ১২২.৭৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন

নাগরিক সেবার উদ্ভাবন চর্চার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের লক্ষ্যে প্রণীত উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা ২০১৫-এর আলোকে ও দিক-নির্দেশনায় পিকেএসএফ কর্তৃক ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। এই টিম ইতোমধ্যে চলতি অর্থবছরের উদ্ভাবনী সংক্রান্ত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে পিকেএসএফ হতে উদ্ভাবনী ধারণার ওপর নিয়মিতভাবে সেমিনার, কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন এবং ওয়েবসাইটে তা হালনাগাদ করা হয়েছে। জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ প্রান্তিকে পিকেএসএফ উদ্ভাবনী বিষয়ক নিয়মিত সভার আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধ-বার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

দারিদ্র্য দূরীকরণে বহুমাত্রিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে পিকেএসএফ-এর প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি বর্তমানে সমৃদ্ধি-র একটি বিশেষ কার্যক্রম হিসেবে বর্তমানে ১০৫টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ২১৭টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ ত্রৈমাসিকে করোনা পরিস্থিতির কারণে ওয়ার্ড ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি। এ পর্যন্ত ওয়ার্ড কমিটির ৪২,৩২৯টি ও ইউনিয়ন কমিটির ৪,৭৭৫টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

পরিপোষক ভাতা প্রদান: প্রতিটি ইউনিয়নে অসচ্ছল ১০০ জন প্রবীণকে মাসিক জনপ্রতি ৫০০ টাকা করে পরিপোষক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ ত্রৈমাসিকে ৭,১৮০ জন নারী ও ৭,৩২৪ জন পুরুষ প্রবীণকে মোট ২.১৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ২০ হাজার প্রবীণকে ৩০.৩৬ কোটি টাকা পরিপোষক ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

উপকরণ বিতরণ: বিশেষ সহায়তা উপকরণ হিসেবে অসহায় প্রবীণদের মাঝে এ পর্যন্ত ৩৩৮৪৮টি কম্বল, ১১৮৬১টি ওয়াকিং স্টিক, ৮৮১টি হুইল-চেয়ার, ৬,২৮৯টি ছাতা, ১১,৪৬৩টি চাদর ও ৫,৬২২টি কমোড-চেয়ার বিতরণ করা হয়েছে।

মৃতের সৎকার বাবদ অর্থ প্রদান: অসচ্ছল প্রবীণদের মৃত্যুর পর তাদের সৎকারের জন্যে মৃতের পরিবারকে এককালীন ২,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। এই সুবিধার আওতায় জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ ত্রৈমাসিকে ৫১২ জন এবং এ পর্যন্ত ৯,০১০ জন মৃত প্রবীণ ব্যক্তির পরিবারকে সৎকারের অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ প্রবীণ ও শ্রেষ্ঠ সন্তান সম্মাননা: সমাজে অনন্য অবদানের জন্য ইউনিয়ন প্রতি ৩ জন প্রবীণ ব্যক্তিকে এবং সঠিকভাবে মা-বাবার সেবা-যত্ন করার জন্য ৩ জন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে। এ যাবৎ ২,৫৩৭ জন প্রবীণ ব্যক্তি ও ১,৩২৭ জন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম: সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচিভুক্ত ১৮২টি ইউনিয়নে সমৃদ্ধি স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের আওতায় এবং শুধুমাত্র প্রবীণ কর্মসূচিভুক্ত ৩৫টি ইউনিয়নে বিশেষ স্যাটেলাইট ক্লিনিক আয়োজনের মাধ্যম স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ ত্রৈমাসিকে ২৩ হাজার এবং এ পর্যন্ত ২.৩৩ লক্ষ প্রবীণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে।

প্রবীণদের জন্য ঋণ কার্যক্রম: কর্মক্ষম ও আগ্রহী প্রবীণদের আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে সহযোগিতার জন্য প্রবীণবান্ধব ঋণ নীতিমালার আওতায় ঋণ

বিতরণের জন্য এ পর্যন্ত ১৮.৫০ কোটি টাকা মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ৯.৩০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় সংস্থাসমূহের মাঠ পর্যায়ে প্রায় ১১ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র: প্রবীণদের সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিতকরণ এবং আনন্দময় পরিবেশে জীবন যাপনে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহে একটি করে প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত মোট ১০২টি ইউনিয়নে প্রবীণ সামাজিক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

সহায়ক কর্মসূচি: পিকেএসএফ-এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ২টি সহায়ক সংগঠন যথা: প্রবীণ অধিকার মঞ্চ, বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ ডিমেনশিয়া ফ্রেন্ডস্ কমিটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্ট

বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে পিকেএসএফ ও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ (জাগৃক) যৌথভাবে নিম্ন আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসন অবস্থার উন্নয়নের জন্য বিগত ২০ অক্টোবর ২০১৬ সাল হতে নির্বাচিত পৌরসভা এবং সিটি করপোরেশনে "লো ইনকাম কমিউনিটি হাউজিং সাপোর্ট প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্প যৌথভাবে বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের "শেল্টার লেন্ডিং এন্ড সাপোর্ট" শীর্ষক একটি পর্যায়ের আওতায় পিকেএসএফ নির্বাচিত ১৩টি শহরে ৭টি সংস্থার মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

সাতটি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ প্রান্তিকে নতুন ২১৪৫ জন ঋণগ্রহীতার মাঝে মোট ৩৮৮.৭৯ মিলিয়ন টাকা এবং ৩১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ৬৭৪৮ জন সদস্যকে নতুন গৃহ নির্মাণ, পুরাতন গৃহ সংস্কার ও সম্প্রসারণ বাবদ মোট ১৪৫৪.২৯ মিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া পিকেএসএফ হতে ৩১ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত সাতটি সংস্থাকে ২২ মিলিয়ন টাকা অনুদান হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতেও মাঠ পর্যায়ে ঋণ আদায়ের হার প্রায় ৯৮%।

কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতিতে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা থাকায় বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিনিধিদল বিগত ৮-১৮ মার্চ ২০২১ সময়ে একটি "ভার্চুয়াল ইমপ্লিমেন্টেশন সাপোর্ট মিশন" সম্পন্ন করেছে। বিগত ১০ মার্চ ২০২১ তারিখে বিশ্বব্যাংক মিশন প্রতিনিধিদল এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের সাথে একটি ভার্চুয়াল অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পিকেএসএফ-এর কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনাসহ সর্বোত্তম উপায়ে চলমান কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলা করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদ এবং সভা সঞ্চালনা করেন ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ড. একেএম নূরুজ্জামান। বিশ্বব্যাংক মিশন প্রতিনিধিদল পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত কাজের অগ্রগতি ও গুণগত মানকে 'সন্তোষজনক' হিসেবে মূল্যায়ন করেছে।

সহযোগী সংস্থা পরিদর্শন

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ বিগত ২৮-৩১ জানুয়ারি ২০২১ রাঙামাটি, বান্দরবান ও চট্টগ্রাম জেলার সহযোগী সংস্থা **ইপসা, সিআইপিডি, আইডিএফ** ও **মমতা**-র বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে ফাউন্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় ২৮ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে **ইপসা** সংস্থার সীতাকুণ্ড এলাকায় পরিচালিত ফিজিওথেরাপি সেন্টারে প্রতিবন্ধী শিশুদের বিনোদন ও থেরাপি কক্ষ পরিদর্শন করেন। তিনি সীতাকুণ্ডে **ইপসা** কর্তৃক বাস্তবায়িত কৃষি ইউনিট এবং মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ ইউনিটের কার্যক্রম পরিদর্শনের সময় কালো ধান চাষ বা প্রক্রিয়াজাতকরণের বিভিন্ন স্তর, খাঁচায় দেশী মুরগি পালন, ভার্মি কম্পোস্ট তৈরি, দেশী মাছ চাষের বিভিন্ন পদ্ধতি ও মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালনের মডেল খামার পরিদর্শন করেন।

তিনি **ইপসা** কর্তৃক বাস্তবায়িত সিমের বীচি খাইস্যা প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্পে ডিহাইড্রেশন মেশিনের মাধ্যমে কাঁচা সিমের বীচিকে শুকিয়ে খাইস্যা তৈরি করে প্যাকটেজাতকরণের বিভিন্ন প্রক্রিয়া পরিদর্শন করেন। এরপর তিনি প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে বয়স্ক ভাতা ও সহায়ক উপকরণ বিতরণ করেন। সংস্থার কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে তিনি একটি মতবিনিময় সভায় প্রধান

অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। সভায় সংস্থার প্রধান নির্বাহী পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

২৯ জানুয়ারি ২০২১ জনাব আবদুল্লাহ **সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটেড প্রোগ্রাম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (সিআইপিডি)**-এর কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি **সিআইপিডি** কর্তৃক পরিচালিত রাঙামাটি সদর উপজেলার সাপছড়ি ইউনিয়নে সমৃদ্ধি কর্মসূচির একজন ঋণগ্রহীতা বৃষমালা চাকমা'র মাশরুম উৎপাদন কেন্দ্র ও বেইন গ্রুপের কোমর তাঁত তৈরি কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি সমৃদ্ধি ও প্রবীণ কর্মসূচির অধীনে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় ঋণগ্রহীতা সদস্য এবং প্রবীণ ও যুবদের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

সাপছড়ি খামারপাড়া পরিদর্শন শেষে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় **সিআইপিডি** প্রধান কার্যালয়ে সংস্থার পর্ষদ সদস্যদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। সভায় সংস্থার নির্বাহী প্রধান ছাড়াও সংস্থার উপদেষ্টা শিক্ষাবিদ ও সাবেক জাতীয় মানবধিকার কমিশন সদস্য মিজ নিরুপা দেওয়ান ও সিআইপিডি পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সংস্থার চলমান কার্যক্রম বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

এরপর তিনি রাঙামাটিস্থ **আইডিএফ** সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এসময় সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বিভিন্ন কার্যক্রমের ওপর উপস্থাপনা প্রদান করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বোর্ডের সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান এসময় উপস্থিত ছিলেন। জনাব আবদুল্লাহ কাপ্তাই উপজেলার বড়ইছড়ি ইউনিয়নে বাসক পাতা শুকানোর প্রকল্প পরিদর্শন করেন। তিনি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলায় সংস্থা পরিচালিত রেডচিটাগং ক্যাটেল খামার পরিদর্শন করেন।

৩০ জানুয়ারি ২০২১ তিনি পাবর্ত্য বান্দরবান জেলা সদরে আইডিএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত কুচিয়া হ্যাচারি পরিদর্শন করেন। এরপর পাবর্ত্য বান্দরবান জেলার চিম্বুকে ম্রো নৃ-গোষ্ঠীর নারীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ করেন।

৩১ জানুয়ারি ২০২১ জনাব আবদুল্লাহ চট্টগ্রাম জেলাধীন পটিয়ার চরকানাই হাবিলাশ দ্বীপে স্থাপিত **মমতা** সংস্থার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ক্ষুদ্র উদ্যাক্তা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং মমতা ডেইরী ফার্ম, প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী কেন্দ্র এবং ডেইরী ফার্মের গরু-বাছুরের জন্য নির্দিষ্ট উন্মুক্ত চারণভূমি পরিদর্শন করেন। তিনি সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। সভায় সংস্থার সঞ্চয় ও ঋণদান কর্মসূচি এবং বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে উপস্থাপনা প্রদান করা হয়। এরপর মমতা আয়োজিত 'গাভী পালন ও দুগ্ধ খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

একইদিনে তিনি চট্টগ্রাম জেলার পিকেএসএফ-এর সকল সহযোগী সংস্থার সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় **আইডিএফ, ইপসা, মমতা, কোডেক, প্রত্যাশী, অপকা** ও **ঘাসফুল**-এর নির্বাহী পরিচালক ও প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় **প্রত্যাশী** ব্যতীত প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী প্রধানগণ বক্তব্য রাখেন।

পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ০১-৩ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত দিনাজপুর জেলার **গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে)**, গাইবান্ধা জেলার **এসকেএস ফাউন্ডেশন** এবং বগুড়া জেলার **গ্রাম উন্নয়ন কর্ম** পরিদর্শন করেন।

০১ মার্চ ২০২১ তারিখে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক **জিবিকে** সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শনসহ সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। সভায় সংস্থার নির্বাহী পরিচালক সংক্ষিপ্তভাবে সংস্থার বিভিন্ন চলমান কার্যক্রম তুলে ধরেন। ফাউন্ডেশনের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, করোনাকালীন ৬৬ দিন সাধারণ ছুটি

থাকলেও পিকেএসএফ প্রতিদিন তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সংস্থাগুলির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছে এবং বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেছে। এমন যোগাযোগের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখা গেছে। পিকেএসএফ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রেরণও সম্ভবপর হয়েছে।

একই দিনে তিনি **এসকেএস ফাউন্ডেশন**-এর সাদুল্ল্যাহপুর শাখার আওতায় বুজরুখ পাটানোছা মস, বনগ্রাম মস, রুপা মহিলা সমিতি ও সোনালী মহিলা সমিতির সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি মাঠ পর্যায়ে সফলভাবে বাস্তবায়নকৃত বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি রুপা মহিলা সমিতির সদস্য মোছাঃ লাভলী বেগম-এর সমন্বিত কৃষি খামার পরিদর্শন করেন। তিনি লাভলী বেগমের হাঁস, দেশী মুরগি ও কবুতরের শেড এবং নিরাপদ সবজি বাগান পরিদর্শন করেন। এরপর তিনি লোগো পদ্ধতিতে একটি লাইন ফাঁকা রেখে ধানচাষ পদ্ধতি ও দেশী মাছ চাষের প্রকল্প পরিদর্শন করেন। তিনি সংস্থার নির্বাহী প্রধানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ০২ মার্চ ২০২১ তারিখে **গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক)**- এর মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, পরিচালকবৃন্দ এবং বিভাগীয় প্রধানগণসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। সভায় সংস্থার সিনিয়র পরিচালক সংস্থার সংক্ষিপ্ত কার্যক্রম তুলে ধরেন।

গবেষণা

পিকেএসএফ-এর গবেষণা বিভাগ জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ প্রান্তিকে 'Agricultural Technology Transfer and its Impact on Productivity and Livelihoods: Experience from Farmers and Branch Level Activities' এবং 'Methods of Estimating the Demonstration Effect: A Case of PACE Project of PKSF' শীর্ষক দু'টি গবেষণা-কর্মের সাথে সম্পৃক্ত ছিল।

এই বিভাগ ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত গবেষণার ToR প্রণয়ন, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, ইনসেপশন রিপোর্ট পর্যালোচনা, খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করেছে।

বিশেষ করে, Sustainable Enterprise Project (SEP) প্রকল্পের আওতায় প্রথম মধ্যবর্তী মূল্যায়নের জন্য ToR প্রণয়ন, কনসালটেন্ট নিয়োগ, ইনসেপশন রিপোর্ট পর্যালোচনা, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং নমুনা এলাকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে গবেষণা বিভাগ নিবিড়ভাবে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে।

২০২০-২০২১ অর্থবছরের জন্য দু'জন কর্মকর্তাকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ১৯টি সূচকের ভিত্তিতে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান কমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন করে পুরস্কার প্রদানের জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হয়েছে। ন্যাশনাল সোশ্যাল সিকিউরিটি স্ট্র্যাটেজি বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের নির্দেশনা এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক প্রণীত ছক মোতাবেক একটি খসড়া কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

অতঃপর মন্ত্রণালয় কর্তৃক পর্যালোচনার পর চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

পিকেএসএফ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন জনাব মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ

পিকেএসএফ-এর ১০ম ব্যবস্থাপনা পরিচালক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ বিগত ০১ জুলাই ২০১৯ তারিখ থেকে প্রায় দুই বছর আন্তরিকতা এবং দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন শেষে বিগত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ এই সংস্থা থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। ওই দিন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদ থেকে তিনি পদত্যাগ করেন। মাত্র দুই বছরেরও কম সময় এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকলেও জনাব আবদুল্লাহ পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সামগ্রিক নেতৃত্ব প্রদানে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

স্মরণ করতে চাই যে, সদ্যবিদায়ী ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সুচিন্তিত নির্দেশনায় বিগত বছর থেকে পিকেএসএফ-এর বার্ষিক প্রতিবেদন বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষাতেই প্রকাশিত হচ্ছে। এখানে তাঁর কর্মকালের বিরাট অংশ জুড়েই ছিল করোনার প্রাদুর্ভাব (যা প্রকৃতপক্ষে এখনো বর্তমান), কিন্তু এমন বিরূপ পরিস্থিতিতেও সংস্থার কার্যক্রম যেন বিঘ্নিত না হয়, সেজন্য তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে যথাপ্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এমনকি করোনার আগ্রাসী চরিত্র কিছুটা নিম্নগামী হলে তিনি সশরীরে মাঠ পরিদর্শনও করেছেন। সরকারের বিবিধ স্তরের প্রশাসনিক পর্যায়ে এবং বাংলাদেশের কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব হিসেবে তাঁর সুদীর্ঘ কর্মদক্ষতা ও সাধারণ মানুষ সম্পর্কে তাঁর পেশাগত অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে তিনি পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে এই স্বল্প সময়েও তুলনাহীন প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন।

পিকেএসএফ-এর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ তাঁর এই অপ্রত্যাশিত বিদায়ে আক্ষরিক অর্থেই ব্যথিত বোধ করেছেন। তাঁকে বিদায় জানানোর জন্য এই করোনাকালের মধ্যে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে ৮ মার্চ ২০২১ একটি সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সকল উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ বিভিন্ন স্তরের কর্মীবৃন্দ তাঁর নতুন পদে যোগদানে একদিকে যেমন উচ্ছ্বসিত, অন্যদিকে তাঁর পিকেএসএফ ছেড়ে যাবার ব্যথায় আবেগার্ত হয়ে পড়েন। সকলেই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

আমরা জনাব মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহের বর্তমানের গুরুত্বপূর্ণ পদে সাফল্য ও গৌরব অর্জন কামনা করি। উল্লেখ্য, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ-কে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেছে। এবং তিনি ওই পদে যোগদান করেছেন।

কৈশোর কর্মসূচি

'টেকসই উন্নয়নে তারুণ্যে বিনিয়োগ' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে জুলাই ২০১৯ থেকে দেশের ৫৯টি জেলায় নির্বাচিত ৬৯টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে পিকেএসএফ-এর কৈশোর কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির আওতায় সার্বিকভাবে ৪টি পরিসরে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে: (১) সচেতনতা বৃদ্ধি ও মূল্যবোধের অনুশীলন, (২) নেতৃত্ব ও জীবন-দক্ষতা উন্নয়ন, (৩) পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবা এবং (৪) সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড।

কর্মসূচির আওতায় এ যাবত ১৮৪৩টি কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠন করা হয়েছে। ক্লাবগুলোর সদস্য সংখ্যা প্রায় ৫২ হাজার। এছাড়া, ১০৪৫টি স্কুল ফোরাম গঠন করা হয়েছে। এগুলোর সদস্য সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ২২ হাজার। এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে মোট ২৪৭০৪টি উঠান বৈঠক ও ২৭০৪টি পাঠচক্র অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা ৪০০টি বাল্যবিবাহ, ১২০টি যৌতুক এবং ৩২৬টি যৌন হয়রানি, নারী, শিশু এবং প্রবীণ নির্যাতনের ঘটনা স্থানীয় প্রশাসনকে অবহিত করার মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে কার্যকরী উদ্যোগ নিয়েছে।

২৩ ফেব্রুয়ারি জাকস ফাউন্ডেশন জয়পুরহাট সদর উপজেলার ত্রিপুরা কিশোরী ক্লাবে উপস্থিত বক্তৃতা ও রচনা/গল্প লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এরপর কিশোরীদের মাঝে স্বল্পমূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়।

নবলোক পরিষদ বিগত ২৪ ফেব্রুয়ারি বাগেরহাট জেলার চিতলমারীর চরডাকাতিয়া কিশোরী ক্লাবে পাঠাগার ব্যবস্থাপনা ও বই বিতরণী অনুষ্ঠান এবং শুদ্ধ উচ্চারণ বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করে।

দিশা স্বেচ্ছাসেবী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক কল্যাণ সংস্থা বিগত ১১ মার্চ শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে কুষ্টিয়ার দর্গাপাড়া কিশোরী ক্লাবে দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এতে ৭৫ জন কিশোরী ৭টি বিষয়ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

১৬ মার্চ সহযোগী সংস্থা ডাক দিয়ে যাই পিরোজপুর সদর ও ইন্দুরকানী উপজেলাধীন ৩টি কিশোরী ক্লাবে গান, আবৃত্তি, উপস্থিত বক্তৃতা ও নৃত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

টিএমএসএস ২১ মার্চ বগুড়ার সোনাতলা উপজেলার নওদা বগা ও মধ্য দিগলকান্দি কিশোরী ক্লাবে নেতৃত্বের গুণাবলী ও বিকাশ বিষয়ক কর্মশালা, দক্ষতা উন্নয়ন, শুদ্ধ উচ্চারণ, পাঠাগার স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা, বই পড়া ও পাঠচক্র, সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা ও সঞ্চয় সংগ্রহের গুরুত্ব এবং খাদ্যের গুণাগুণ রক্ষার কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করে।

স্বাস্থ্য বিষয়ক ক্যাম্প

পল্লী প্রগতি সমিতি ১৫ মার্চ পটুয়াখালীর ১১টি কিশোর ক্লাবের মাধ্যমে ৫৪৭ জনের রক্তের গ্রুপ, গ্লুকোজের মাত্রা ও রক্তচাপ নির্ণয় করে।

২ মার্চ যশোরের অভয়নগর উপজেলার গাবুখালি কিশোরী ক্লাবে রুরাল রিকন্সট্রাকশন ফাউন্ডেশন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম বিতরণ করে।

সহযোগী সংস্থা মমতা ২৩ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার দু'টি কিশোরী ক্লাব ও একটি কিশোর ক্লাবের আয়োজনে পুষ্টি ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক সভা আয়োজন করে।

গ্রাম উন্নয়ন কর্ম ০১ মার্চ বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে পুষ্টি ক্যাম্প আয়োজন ও পুষ্টি উপকরণ বিতরণ করে।

প্রত্যাশী ২২ মার্চ কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার শীলপাড়া কিশোরী ক্লাবে রক্তচাপ নির্ণয় বিষয়ক আলোচনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং রক্তচাপ নির্ণায়ক মেশিন প্রদান করে।

অভিভাবক সমাবেশ

জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন ২৩ ফেব্রুয়ারি খুলনার রূপসা উপজেলায় সামন্তসেনা কিশোর ক্লাবের উদ্যোগে মূল্যবোধ উন্নয়ন ও সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মকাণ্ডের আওতায় অভিভাবক সমাবেশ আয়োজন করে।

জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন ২৬ ফেব্রুয়ারি যশোর জেলার সদর উপজেলার লেবুতলা ইউনিয়নে খাজুরা কিশোরী ক্লাবে অভিভাবক সমাবেশ আয়োজন করে। সমাবেশে কৈশোরকালীন সময়ে অভিভাবকের ভূমিকা ও করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বন্ধু কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিগত ২৫ ফেব্রুয়ারি গাজীপুর সাভারপাড়া কিশোরী ক্লাব, অভয়নগর, যশোরে অভিভাবক সমাবেশ আয়োজন করে।

মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

২১ ফেব্রুয়ারি আইডিএফ পাঁচটি ক্লাবের সদস্যদের অংশগ্রহণে বান্দরবানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন করে। সহযোগী সংস্থা মমতা চট্টগ্রামে মুহুরীপাড়া কিশোরী ক্লাবের আয়োজনে শুদ্ধ উচ্চারণ ও আবৃত্তি অনুশীলন কার্যক্রম পরিচালনা করে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে সোপিরেট ২১ মার্চ লক্ষ্মীপুর কলেজিয়েট উচ্চ বিদ্যালয়ে উপস্থিত বক্তৃতা, আবৃত্তি ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। নেত্রকোণার দুর্গাপুরে দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র গাভিনা কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। টিএমএসএস কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের পক্ষ থেকে শিশুদের মাঝে কলম, বেলুন, চকলেট প্রদান করা হয়।

নারী দিবস উদযাপন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আইডিএফ ১৫ মার্চ চট্টগ্রামের সাতকানিয়া আলমগীর পাড়া কিশোরী ক্লাবে নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীর অধিকার নিয়ে আলোচনা সভা আয়োজন করে। সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা (সাস)-এর আয়োজনে সাতক্ষীরার দেবহাটায় সুবর্ণাবাদ কিশোর কিশোরী ক্লাব নারী দিবস উপলক্ষে ক্যুইজ প্রতিযোগিতা এবং বাল্যবিয়ের কুফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

সহমর্মিতা কর্ণার

আইডিএফ বান্দরবান সদর উপজেলায় মুসলিম পাড়া কিশোরী ক্লাবের উদ্যোগে ৩ মার্চ একটি সহমর্মিতা কর্ণার স্থাপন করে। কর্ণারটিতে ক্লাবের সদস্য ছাড়াও এলাকার জনসাধারণ তাদের ব্যবহৃত কাপড় দুঃস্থদের জন্য সংরক্ষণ করে।

SEIP প্রকল্পের কার্যক্রম

২০১৫ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এবং Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)-এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের অন্যতম বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিকেএসএফ কাজ করছে। প্রকল্পের ২টি ধাপের আওতায় পিকেএসএফ ৩৮টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৩১টি জেলায় বর্তমানে ১৫টি ট্রেডের ওপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনাক্রমে ১৪ এপ্রিল ২০২১ থেকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে।

SEIP প্রকল্পের আওতায় মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ৩,৬৪৩ জন নারীসহ মোট ২২,০১৭ প্রশিক্ষণার্থীর নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে। এদের মধ্যে ১৯,৫৬৯ জন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১৪,৫০৮ জন কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ত হয়েছেন এবং ২৬৮ জন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করে বিদেশে কর্মরত রয়েছেন। এছাড়াও, উদ্যোক্তা হতে ইচ্ছুক তরুণদের কর্মসংস্থান প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে পিকেএসএফ ১০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ১২৮ তরুণকে প্রায় ৭২ লক্ষ টাকা প্রারম্ভিক ঋণ প্রদান করেছে।

প্রকল্পের তৃতীয় ধাপের আওতায় ১০০০ জন প্রতিবন্ধী তরুণকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরের প্রক্রিয়াটি শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

RAISE প্রকল্প

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং কোভিড মহামারির প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সহায়তার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংক প্রস্তাবিত Recovery & Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) প্রকল্পটির প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি ইতোমধ্যে বিশ্বব্যাংক বোর্ডের অনুমোদন পেয়েছে। এর প্রাক্কলিত মোট বাজেট ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে ১৫০ মিলিয়ন ডলার দেবে বিশ্বব্যাংক এবং অবশিষ্ট ১০০ মিলিয়ন ডলার পিকেএসএফ-এর নিজস্ব তহবিল থেকে যোগান দেয়া হবে। বিশ্বব্যাংক ২৭-২৯ এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত Global Learning Event-এর আওতায় Economic Inclusion for the Poorest-moving to scale বিষয়ে একটি ভার্চুয়াল আলোচনা সভা আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে ১২টি সমান্তরাল অধিবেশনের আয়োজন করা হয়। Critical design decisions at early stages of scale-up শীর্ষক প্রথম অধিবেশনে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের পিকেএসএফ ও বাংলাদেশ সম্পর্কে উপস্থাপনা প্রদান করেন। এছাড়া, RAISE প্রকল্প প্রণয়নের সাথে সম্পৃক্ত পিকেএসএফ-এর আরো তিন কর্মকর্তা তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অধিবেশনে অংশ নেন। উল্লেখ্য, Global Learning Event-এ ৪০টি দেশের ৫০টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ অংশ নিয়ে তাদের নিজ নিজ দেশের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।

মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প

পিকেএসএফ, বিশ্বব্যাংক ও এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি)-এর অর্থায়নে পিকেএসএফ এবং ডিপিএইচই কর্তৃক যৌথ ভাবে বাস্তবায়িতব্য Bangladesh Rural Water, Sanitation and Hygiene for Human Capital Development শীর্ষক প্রকল্পটি রংপুর, ময়মনসিংহ, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগের নির্বাচিত ১৮টি জেলাধীন ৭৮টি উপজেলায় ২০২১-২০১৫ সাল মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-৬ অর্জনের লক্ষ্যে এই প্রকল্পের আওতায় স্বল্প সুদে ঋণের মাধ্যমে ১০ লক্ষ পরিবারে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন এবং ১.২০ লক্ষ পরিবারে নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি সরবরাহ পরিষেবা প্রদান করা হবে। প্রকল্পে পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য কম্পোনেন্ট-এর মোট বাজেট ৩২৮.৯৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিশ্বব্যাংক ও এআইআইবি কর্তৃক পিকেএসএফ-এর কম্পোনেন্টসমূহে ঋণ ও অনুদানের মোট পরিমাণ ১৮৪.৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং পিকেএসএফ-এর নিজস্ব অর্থায়নের পরিমাণ ১৪৪.৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। শীঘ্রই প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে।

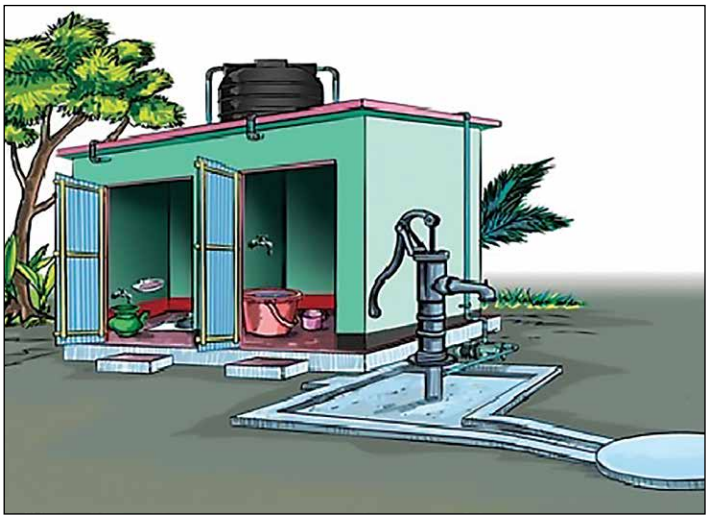

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট

পিকেএসএফ-এর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের মাধ্যমে কৃষি ও প্রাণিসম্পদ-এর সাথে জড়িত খামারিদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি খামার প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, খামারিদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক পণ্যের ভ্যালু চেইন ও বিপণন প্রক্রিয়ার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

গয়াল পালন কার্যক্রম ও বায়োফ্লক প্রযুক্তি

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের কারিগরি সহায়তা ও তত্ত্বাবধানে উদ্ভাবনীমূলক কৃষিজ উদ্যোগের আওতায় সম্প্রতি 'বন্যগরু বা গয়াল-এর জাত সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং খামার পর্যায়ে পালনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন' কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে সহযোগী সংস্থা আইডিএফ এবং মমতা। আইডিএফ-এর প্রজনন খামারে ইতোমধ্যে ১৬টি গয়াল বাচ্চা উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মমতা-র প্রজনন খামার স্থাপন কার্যক্রম বর্তমানে প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে। এছাড়াও, সদস্য পর্যায়ে আরো ০৩টি গয়াল খামার স্থাপন করা হয়েছে।

২০১৯ সাল থেকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিট বাংলাদেশে মৎস্য চাষের আধুনিক ও লাভজনক বায়োফ্লক প্রযুক্তি জনপ্রিয় করতে কাজ করছে। বায়োফ্লক হল প্রোটিন সমৃদ্ধ জৈব পদার্থ ও অণুজীব যেমন ডায়াটম, ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া, শৈবাল, মাছের মল, উচ্ছিষ্ট খাদ্যাংশ, অমেরুদণ্ডী প্রাণি ইত্যাদির সমষ্টি। এই পদ্ধতির মাধ্যমে বিদ্যমান মাছ চাষ ব্যবস্থার চেয়ে ১০-১৫ গুণ বেশি মাছ উৎপাদন করা সম্ভব।

বায়োফ্লক প্রযুক্তি ব্যবহারে ভাগ্যবদল সোহেল রানার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যুবকদের উদ্যোক্তা হবার আহ্বানে উৎসাহিত হয়ে মাধ্যমিকের পর পড়াশোনা এগিয়ে নিতে না পারা যশোরের চৌগাছার যুবক সোহেল রানা উদ্যোগের ধারণা খুঁজতে থাকেন বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে। বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ তাকে কৌতূহলী করে তোলে। তিনি তখন পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা শিশু নিলয় ফাউন্ডেশনের সাথে যোগাযোগ করেন।

সোহেলের বাড়ির আঙিনায় ১৬.৫×১২.৫×৪ ফুট আয়তনের চৌবাচ্চা স্থাপনের জন্য ১ লক্ষ টাকা ঋণসহ প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করে শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন। প্রথম ব্যাচে সাত মাসের উৎপাদন চক্রে ৪০,০০০ শিং মাছের পোনা চাষ করে তার লাভ হয় ৮৬,০২০ টাকা। তার সাফল্যের গল্প অনুপ্রাণিত করছে অন্যদেরও। সোহেল রানার মত প্রায় ১০০ উদ্যোক্তাকে বর্তমানে বায়োফ্লক প্রযুক্তিতে মাছ চাষে সহায়তা দিচ্ছে পিকেএসএফ-এর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ ইউনিটের সহযোগিতাপুষ্ট ৩১টি সহযোগী সংস্থা।

কৃষি ইউনিট

পিকেএসএফ ২০১৩ সালে মূলস্রোত কার্যক্রম হিসেবে কৃষি ইউনিট গঠন করে। এ ইউনিটের আওতায় কৃষি কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের লাগসই কৃষি প্রযুক্তি; কৃষি উৎপাদন সহায়ক উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের বাজার প্রাপ্তি; কৃষিভিত্তিক আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের ভ্যালু-চেইন প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও, কৃষির খাতভিত্তিক মেয়াদকাল, মৌসুম, উৎপাদন খরচ, খামারের প্রকৃতি ও আকার এবং চাহিদা বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত ঋণ সহায়তা প্রদান করে কৃষি ইউনিট।

সাম্প্রতিক সময়ে কৃষি ইউনিট রকমেলন চাষ সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিয়েছে। আরব দেশে সাম্মাম নামে পরিচিত এই ফলটি মাস্কমেলন গোত্রভুক্ত। উচ্চমূল্যের বিদেশি এই ফলের ওপরের ত্বক পাথর (রক)-এর মত, তাই এটি রকমেলন নামে পরিচিত। বিভিন্ন এন্টিঅক্সিডেন্ট সম্পন্ন এই ফলে রয়েছে প্রচুর পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন এ এবং সি যা উচ্চ রক্তচাপ, এ্যাজমা প্রতিরোধ ও প্রতিকারে সহায়তা করে। এর বেটা ক্যারোটিন উপাদান ক্যান্সার প্রতিরোধ করে। এই ফলের ৯০% পানি শরীরে আর্দ্রতা বজায় রাখে ও হজমে সহায়তা করে। বাংলাদেশে এই ফল পাওয়া গেলেও তার সবটাই আমদানী-নির্ভর। বাংলাদেশে এই ফলের চাষ সম্প্রসারণ করা গেলে স্থানীয় কৃষকগণ লাভবান হওয়ার পাশাপাশি দেশের আমদানী ব্যয় হ্রাস পাবে।

পিকেএসএফ-এর কৃষি ইউনিটের আওতায় সহযোগী সংস্থা শরীয়তপুর ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি বিগত দুই বছর ধরে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় রকমেলনের অভিযোজন ক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা পরীক্ষা করে আসছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি ইউনিটের আওতায় ৫টি সহযোগী সংস্থা (উন্নয়ন প্রচেষ্টা, এসডিএস, জাকস ফাউন্ডেশন, এসো ও ইপসা) প্রায় এক একর জমিতে রকমেলন চাষ করেছে। চারা লাগানোর ৬৫-৭০ দিন পর এই ফল বাজারজাত করে কৃষকগণ ১ বিঘা জমি থেকে লক্ষাধিক টাকা আয় করছেন। অধিক লাভজনক ও স্বল্প জীবনকালের এই ফলের চাষ পরবর্তীকালে আরও সম্প্রসারিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

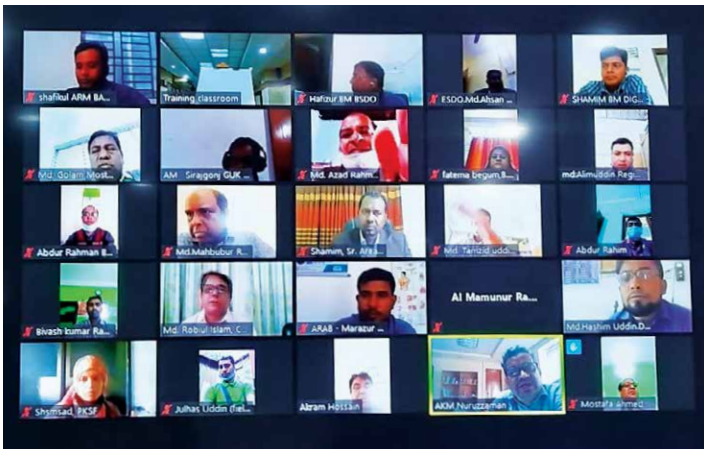

পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ: জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ সময়কালে পিকেএসএফ-এর মূলস্রোত ও বিভিন্ন প্রকল্পের মোট ৬৫ জন কর্মকর্তা জনবল শাখার আয়োজনে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

বিষয়	প্রশিক্ষণার্থী	সময়কাল ও ভেন্যু	আয়োজক সংস্থা
Public Procurement Management	০৬	৩০ জানুয়ারি–০৪ মার্চ ২০২১, অনলাইন	ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ
Professional Skill Development	০১	৩০ জানুয়ারি–১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১, ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফিন্যান্স	স্কিল ডেভেলপমেন্ট কো-অর্ডিনেশন এ্যান্ড মনিটরিং ইউনিট
Public Procurement Management	০২	০২ ফেব্রুয়ারি–০৪ মার্চ ২০২১, অনলাইন	ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ
Professional Skill Development	০১	২৭ ফেব্রুয়ারি–১১ মার্চ ২০২১, ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফিন্যান্স	স্কিল ডেভেলপমেন্ট কো-অর্ডিনেশন এ্যান্ড মনিটরিং ইউনিট
Global GAP and Good Manufacturing Practice	২৬	০৭–০৮ মার্চ ২০২১, অনলাইন	পিকেএসএফ
Public Procurement Management	০২	০৭–২৭ মার্চ ২০২১, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি)	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি)
'অতিদরিদ্রপ্রবণ এলাকায় দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন	০১	১৪ মার্চ ২০২১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের শিখন ফলোআপ এবং সুশাসন	১৬	১৪ মার্চ ২০২১, পিকেএসএফ ভবন	পিকেএসএফ
International Training Program on Agri-Produce Marketing Models & Plan for Farmer Producer Organisations in Post COVID context	০৯	২৪ –৩১ মার্চ ২০২১, অনলাইন	ইনস্টিটিউট অব লাইভলিহুড রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং
Research Highlight	০১	৩১ মার্চ ২০২১, ময়নামতি অডিটোরিয়াম, কুমিল্লা	বার্ড, কুমিল্লা

সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ

কোভিড মহামারির প্রাদুর্ভাবের ফলে প্রচলিত শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম স্থগিত থাকলেও অনলাইনভিত্তিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রশিক্ষণ শাখা কর্তৃক "কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে কার্যক্রম পরিচালনা" বিষয়ক চারদিন মেয়াদি অনলাইনভিত্তিক প্রশিক্ষণের আওতায় ইতঃপূর্বে ৩২টি ব্যাচে সহযোগী সংস্থাসমূহের মোট ৭৪৬ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বর্তমান পর্যায়ে সহযোগী সংস্থাসমূহের চাহিদার ভিত্তিতে "ক্ষুদ্র উদ্যোগ বিশ্লেষণ এবং ঋণ মূল্যায়ন" ও "মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা ও মানবীয়

যোগাযোগ" শীর্ষক আরো দুইটি অনলাইনভিত্তিক প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করা হয়েছে। জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ পর্যন্ত সময়কালে উল্লিখিত দু'টি কোর্সের আওতায় ১৬টি ব্যাচে সহযোগী সংস্থাসমূহের মোট ৩৯৬ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কোর্স শিরোনাম	ব্যাচ সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা
ক্ষুদ্র উদ্যোগ বিশ্লেষণ এবং ঋণ মূল্যায়ন	১৩	৩২৪
মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা ও মানবীয় যোগাযোগ	৩	৭২
সর্বমোট প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা	১৬	৩৯৬

ইন্টার্ন কার্যক্রম

কোভিড পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পিকেএসএফ ভবনে সর্বসাধারণের প্রবেশ সংরক্ষিত থাকার বিষয় বিবেচনা করে পিকেএসএফ কর্তৃক অনলাইনে ইন্টার্নশীপ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে জুম অথবা মেসেঞ্জারের মত অনলাইন প্লাটফর্ম ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীগণ পিকেএসএফ-এ তাদের সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তার নির্দেশনায় ইন্টার্নশীপ-এর কাজ সম্পন্ন করছে। এর মধ্যে Bangladesh University of Professionals (BUP)-এর তিনজন শিক্ষার্থী মার্চ ২০২১ মাসে তাদের ইন্টার্নশীপ সম্পন্ন করেছেন।

এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Business Studies-এর আটজন, Institute of Health Economics-এর একজন এবং Management Information Systems-এর একজন ও Bangladesh University of Professionals (BUP) এর একজন শিক্ষার্থীসহ মোট ১১ জন শিক্ষার্থী পিকেএসএফ-এ ইন্টার্নশীপ করছে।

মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট

গ্রামীণ অর্থনীতিতে তারল্য বৃদ্ধির মাধ্যমে কোভিড-১৯-এর নেতিবাচক প্রভাব হ্রাসের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোগে সহায়তা প্রদানের জন্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-এর অর্থায়নে 'মাইক্রোএন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-এ্যাডিশনাল ফাইনান্সিং' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করেছে পিকেএসএফ। প্রকল্পের আওতায় কোভিড মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ৩০,০০০ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ৪২৪ কোটি টাকা ঋণ দেয়া হবে। এছাড়া, ০.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কারিগরি সহায়তার আওতায় পিকেএসএফ-এর চলমান কার্যক্রমসমূহ হলো: ক্ষুদ্র উদ্যোগসমূহে মোবাইল ফোনভিত্তিক লেনদেন প্রযুক্তির ব্যবহার, তাদের উৎপাদিত পণ্য ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বৃহত্তর বাজারে বিপণনে সহায়তা প্রদান এবং দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম আরও বিস্তৃত পরিসরে বাস্তবায়ন।

এলক্ষ্যে, ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ বাংলাদেশ সরকারের অর্থ বিভাগ এবং পিকেএসএফ-এর মধ্যে সম্পূরক ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে অর্থ বিভাগের যুগ্ম সচিব জনাব সিরাজুন নূর চৌধুরী এবং পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব গোলাম তৌহিদ স্বাক্ষর করেন। সুনির্দিষ্ট সূচকের ভিত্তিতে নির্বাচিত ৯৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে প্রকল্পটি দেশব্যাপী বাস্তবায়ন করা হবে।

ইনসেপশন মিশন

প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রস্তুতি মূল্যায়নের বিষয়ে ২২-২৪ মার্চ ২০২১ ভার্চুয়াল ইনসেপশন মিশন পরিচালনা করে এডিবি। এডিবি-এর প্রিন্সিপাল

কান্ট্রি স্পেশালিস্ট মিজ জোৎস্না ভার্মার নেতৃত্বে এই মিশনের সদস্যবৃন্দ পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তাদের সাথে ভার্চুয়াল সভায় মিলিত হন। পিকেএসএফ-এর পক্ষ হতে প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক বিষয়ে তাদেরকে অবহিত করা হয়। মিশন শেষে পিকেএসএফ কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নের সার্বিক প্রস্তুতির বিষয়ে এডিবি-র পক্ষ হতে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

গবাদিপশু সুরক্ষা সেবা কার্যক্রম

Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)-এর আর্থিক সহযোগিতায় "Strengthening Resilience of Livestock Farmers through Risk Reducing Services" শীর্ষক একটি প্রকল্প পিকেএসএফ বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রাণিসম্পদ খামারিদের উন্নত পদ্ধতিতে গবাদিপ্রাণি লালন পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান, ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প আয়োজন, গবাদিপ্রাণির মৃত্যুজনিত ঝুঁকি হ্রাসকরণে আর্থিক সেবা প্রদান এবং বিভিন্ন সচেতনতামূলক উপকরণ বিতরণ করা হবে। এছাড়া প্রকল্পভুক্ত সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ সময়কালে সহযোগী সংস্থা দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা, দিশা-কুষ্টিয়া, ওয়েভ ফাউন্ডেশন, শতফুল বাংলাদেশ, দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা ও জাকস ফাউন্ডেশন সংস্থার মোট ১৯৩ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রশিক্ষণে প্রকল্প বাস্তবায়ন কৌশল, খামারি তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং গবাদি প্রাণি সুরক্ষা সেবা বিষয়ে উপস্থাপনা প্রদান করা হয়।

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রমের চিত্র

ঋণ বিতরণ (পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা)

২০২০-২১ অর্থবছরে (মার্চ ২০২১ পর্যন্ত) পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ৩৫.১৩ বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পিকেএসএফ থেকে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণের পরিমাণ ৪২১.২৭ বিলিয়ন টাকা এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৯.৩৭ ভাগ। নিচে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত ফাউন্ডেশনের ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ এবং ঋণস্থিতির সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

কর্মসূচি/প্রকল্প	ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ (মিলিয়ন টাকায়) পিকেএসএফ-সহযোগী সংস্থা (মার্চ ২০২১ পর্যন্ত)	ঋণস্থিতি (মিলিয়ন টাকায়) (মার্চ ২০২১ তারিখে)
মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ		
জাগরণ	১৫৩৫৩১.২৯	২০৯৩২.০১
অগ্রসর	৭৭৮৪৯.৮৬	১৬৫৫৩.৬৫
সুফলন	১০৩৩১৫.৬০	৬২৯৪.০০
বুনিয়াদ	২৮০৮৭.২০	৩০১৯.৯০
সাহস	১০১৪.২০	১০.০০
কেজিএফ	১১৩৭৩.৫০	১২১১.০০
সমৃদ্ধি	৯৪৯৮.৮৩	৩৬৮৩.৩২
এলআরএল	৫০১১.৫০	৫০১১.৫০
লিফট	২০৬৮.৬২	৭৪৯.১৬
এসডিএল	৬২৪.৫০	১৫.৫০
আবাসন	৩৭৭.৫০	৩২৮.৪১
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	২৮৩৬.৮৯	৪৬৭.৩৮
মোট (মূলস্রোত ক্ষুদ্রঋণ)	**৩৯৫৫৮৯.৪৮**	**৫৮২৭৫.৮২**
প্রকল্পসমূহ **		
ইফরাপ	১১২২.৫০	১৩.৬৯
এফএসপি	২৫৮.৭৫	০.০০
এলআরপি	৮০৩.৮০	০.৫৫
এমএফএমএসএফপি	৩৬১৯.৬০	৯১.৯০
এমএফটিএসপি	২৬০২.৩০	৩.৬০
পিএলডিপি	৫৯৩.৯১	০.০০
পিএলডিপি-২	৪১৩০.১৯	৮৭.৪৭
এলআইসিএইচএসপি	১৩৭৭.১০	১২০০.৭১
অগ্রসর-এমডিপি	৫৯১৪.১৬	৪৬৬০.৩০
অগ্রসর-এসইপি	৪৪৮৭.০০	৩৬৩৭.০০
অন্যান্য (প্রাতিষ্ঠানিক ঋণসহ)	৭৬৮.৪৬	৯২.৯১
মোট (প্রকল্পসমূহ)	**২৫৬৭৭.৭৮**	**৯৭৮৮.১৩**
সর্বমোট	**৪২১২৬৭.২৬**	**৬৮০৬৩.৯৫**

ঋণ বিতরণ ২০২০-২০২১ অর্থবছর (মিলিয়ন টাকায়)		
কার্যক্রম/প্রকল্পসমূহ	**পিকেএসএফ-সহ. সংস্থা (জুলাই-মার্চ ২১)**	**সহ. সংস্থা-ঋণ গ্রহিতা (জুলাই-ডিসেম্বর ২০২০)**
জাগরণ	৭৭৫২.২০	১১১০৩২.২০
অগ্রসর	৭৩০০.৫০	৮৬০৮০.৩৯
বুনিয়াদ	১৫৬৫.৫০	৪০১৩.৩৩
সুফলন	৬৭০৮.০০	২৫৪৪৪.৭২
কেজিএফ	১৩০৬.০০	১৭৭৮.১২
লিফট	১২২.৫০	১০৬৮.৯৭
সমৃদ্ধি	১২২৫.৮০	৩২৬৯.৭৫
এলআরএল	৫০১১.৫০	২৬৭৭.৭৩
অগ্রসর-এমডিপি	১৭৮৫.৫০	২৯০২.০৪
অগ্রসর-এসইপি	১৩৭৭.০০	১৫২৬.২৬
এলআইসিএইচএসপি	৫৯৯.১০	৪৩৮.০৮
আবাসন	১২৭.৫০	১৩১.৩৫
অন্যান্য	২৫২.০৫	৩৩৩২৮.২৮
মোট	৩৫১৩৩.১৫	২৭৩৬৯১.২৩

ঋণ বিতরণ (সহযোগী সংস্থা-ঋণগ্রহিতা সদস্য)

২০২০-২০২১ অর্থবছরে (ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত) পিকেএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের সহায়তায় সহযোগী সংস্থাসমূহ মাঠ পর্যায়ে সদস্যদের মধ্যে মোট ২৭৩.৬৯ (টেবিল-২) বিলিয়ন টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এই সময় পর্যন্ত সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহিতা পর্যায়ে ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ ৪৩১৭.৯৬ বিলিয়ন টাকা এবং ঋণগ্রহিতা হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ আদায় হার শতকরা ৯৮.৯৯ ভাগ। ডিসেম্বর ২০২০ মাসে সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহিতা সদস্য পর্যায়ে ঋণস্থিতির পরিমাণ ৩৫১.৩৫ বিলিয়ন টাকা। একই সময়ে, সদস্য সংখ্যা ১৪.৮৪ মিলিয়ন যার মধ্যে ৯০.৬৮ শতাংশই নারী।

Component-wise Loan Disbursement : PKSF to POs in FY 2020-2021 (Up to Mar. 21) (Million BDT)

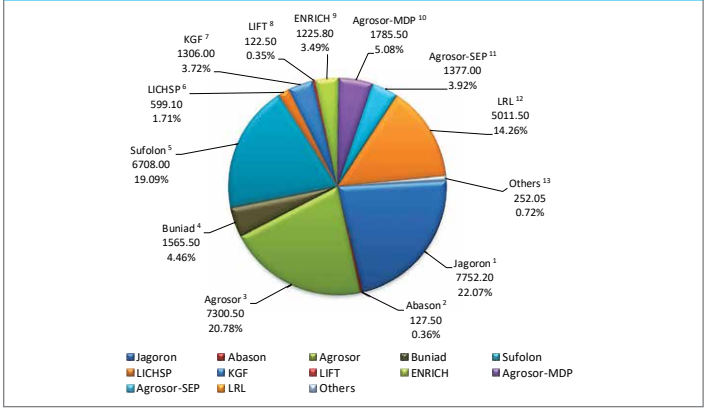

Component-wise Loan Disbursement : POs to Clients in FY 2020-2021 (Up to Dec. 20) (Million BDT)

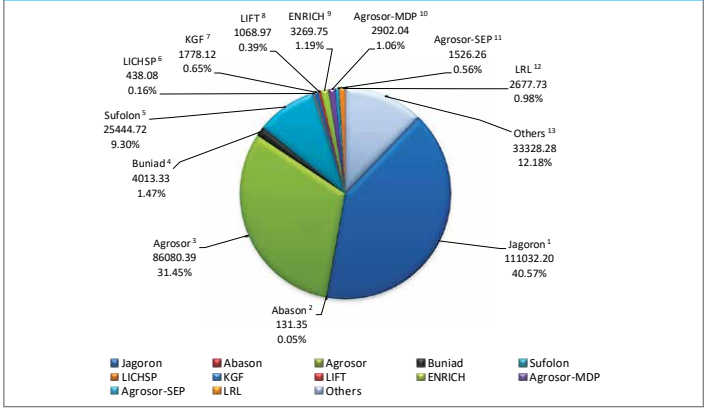

পিকেএসএফ প্রসঙ্গে

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়। একদিকে উন্নয়নের মূলধারা থেকে দূরবর্তী গ্রামীণ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পিকেএসএফ আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে, অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভাবনীমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও দক্ষতা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজের এইসব সুবিধাবঞ্চিত মানুষের বহুমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিগত তিন দশকে পিকেএসএফ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করে দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে মূলস্রোত কার্যক্রম এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মসূচিসমূহ মানুষ ও সমাজের চাহিদাসাপেক্ষে নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে নবায়ন, পরিবর্ধন এবং সম্প্রসারণ করে চলেছে।

পিকেএসএফ-এর বর্তমান পরিচালনা পর্ষদ

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ	সভাপতি
জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত)	সদস্য
রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ	সদস্য
জনাব অরিজিৎ চৌধুরী	সদস্য
মিজ পারভীন মাহমুদ	সদস্য
মিজ নাজনীন সুলতানা	সদস্য
ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী	সদস্য

সম্পাদনা পর্ষদ

উপদেশক : জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ
ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

সম্পাদক : অধ্যাপক শফি আহমেদ

সদস্য : সুহাস শংকর চৌধুরী
শারমিন মৃধা
সাবরীনা সুলতানা

বুক পোস্ট

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে উদ্দীপ্ত বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। রক্তক্ষয়ী নয় মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের সমাপন ঘটে ওই সালেরই ১৬ ডিসেম্বর। পৃথিবীর বুকে জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ, ত্রিশ লক্ষ শহীদ ও দুই লক্ষাধিক মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে। ২০২১ সালে আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করছি। আজ যেসব বাঙালি সন্তানের বয়স পঞ্চাশের মধ্যে বা দু'এক বছর বেশি, তাদের কাছে স্বাধীনতা যুদ্ধের সেই রক্তাক্ত দিনগুলির কথা মুক্তিযোদ্ধাদের কণ্ঠেই উপস্থাপনের জন্য পিকেএসএফ বিগত ২৪ মার্চ ২০২১ তারিখে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অংশগ্রহণে একটি ভার্চুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান, বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন, পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন।

পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচিভুক্ত ইউনিয়নসমূহ থেকে ২০১ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার অংশগ্রহণে এ অনুষ্ঠান যেন একাত্তরের গৌরবময় ও বেদনাবিধুর দিনগুলিকে মূর্ত করে তোলে। তাঁদের সঙ্গে সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন সহযোগী সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটির বর্তমানে দায়িত্বরত ১২ জন সভাপতি হিসেবে ও ১০ জন নির্বাহী পরিচালক, যাঁরা সবাই বীর মুক্তিযোদ্ধা, তাঁরা এই সভায় অংশগ্রহণ করেন।

স্বাগত বক্তব্যে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ ফজলুল কাদের বলেন, 'একই সময়ে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের সুযোগ পাওয়া আমাদের বিরল সৌভাগ্য।' তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ-এর নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনাকে ধারণ করে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছে পিকেএসএফ।

অনুষ্ঠানে ২০ জন বীর মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিকথা সকল দর্শক-শ্রোতাকে আবেগাপ্লুত করে। বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে দেশকে স্বাধীন করার নেশায় মত্ত হয়ে কেমন করে তাঁরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে সেসব স্মৃতি বলতে গিয়ে তাঁরা এবং শ্রোতৃবৃন্দ সবাই যেন ফিরে গিয়েছিলেন সেই ১৯৭১ সালে। চট্টগ্রাম থেকে পঞ্চগড়, রাজশাহী থেকে সিলেট, খুলনা থেকে বরিশাল -- দেশের নানা অঞ্চলের বীর মুক্তিযোদ্ধারা একাত্তরের স্মৃতিচারণ করেছিলেন। একজন মুক্তিযোদ্ধার বর্ণনায় ২৬ জন পাক হানাদারবাহিনীর সদস্যদের খতম করার ঘটনা শ্রোতাদের যেমন উজ্জীবিত করেছে, তেমনি সহযোদ্ধার মৃত্যুসংবাদ শ্রোতাদের চোখে জল এনেছে। সেইসব দিনের কথা যাতে নতুন প্রজন্ম মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যক্ষ বয়ানে জানতে পারে, যাতে তাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস হাজির করা যায়, তেমন পরিকল্পনা থেকে এই সভার এবং পিকেএসএফ-এর সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এইসব স্মৃতিচারণ সংকলিত করে একটি গ্রন্থ প্রকাশের ঘোষণা দেন। সময়ের অভাবে যাঁরা কথা বলতে পারেননি, তাদের বক্তব্যও ওই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হবে।

ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কেবলমাত্র আলোচনাতে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, বরং সেই গুণাবলি মনে-প্রাণে বিশ্বাস ও ধারণ করতে হবে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে।

পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সদস্য ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সহযোগী সংস্থাসমূহের নির্বাহী পরিচালক ও কর্মীবৃন্দসহ প্রায় ৫০০ জন এই ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণ করেন। পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সদস্যদের মধ্যে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাবেক রাষ্ট্রদূত মুন্সী ফয়েজ আহমদ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব অরিজিৎ চৌধুরী, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর জনাব নাজনীন সুলতানা এবং ইউসেপ বাংলাদেশের চেয়ারপার্সন জনাব পারভীন মাহমুদ, এফসিএ।